শহর ও জেলার খবর

কংগ্রেসের দলছুট বিধায়করা সমঝোতার রাস্তা নিলে আমরাও ভেবে দেখব : আবদুল মান্নান

নিজস্ব প্রতিনিধি— কংগ্রেস থেকে দলছুট বিধায়কদের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি ছিল মঙ্গলবার। কংগ্রেস থেকে দলছুটদের বিরুদ্ধে মামলা করেন বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নান। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি দেবাংশু চৌধুরি আদালতের বাইরে দু'পক্ষকে মীমাংসা করে নেবার পরামর্শ দেন। এই বিষয়ে আবদুল মান্নান বলেন, 'দলছুট কংগ্রেস বিধায়করা সমঝোতার রাস্তা নিলে আমরা তাঁদের প্রস্তাব নিয়ে ভেবে দেখব।' বিচারপতি এর আগে বিধানসভার অধ্যক্ষকে ২০১৬ সালের ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য সময় দেন। কিন্তু এর পরেই প্রায় সাত মাস কেটে গিয়েছে। এই বিষয়ে কোনও নিষ্পত্তি না হওয়ায় আবদুল মান্নান ফের মামলা করেন। সেই মামলার মঙ্গলবার শুনানি ছিল। আগামী শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। কংগ্রেসের দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে মানস ভুঁইয়া প্যাক-এর চেয়ারম্যান হন। এই নিয়ে দলের সঙ্গে মানসের বিবাদ বাধে। সেসময় মানস বলেন, স্পিকারের নির্দেশে তিনি প্যাক-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে আবদুল মান্নান বলেন, স্পিকার মানসকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি কোন দলের বিধায়ক। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে মানস ভুঁইয়া বলেন, তিনি কংগ্রেসের বিধায়ক। মানস ভুঁইয়ার এই ধরনের বক্তব্যে আবদুল মান্নান সে ব্যাপারে বিরোধিতা করে বলেন, 'স্পিকারের সামনে কংগ্রেস বিধায়ক বললেও মানসবাবু কংগ্রেসের সঙ্গে অনেকদিন সংস্রব ত্যাগ করেছেন। তৃণমূলের ঝান্ডা ধরেন, ওদের পার্টি অফিসে বসে মিটিং করেন।' মানস-মান্নান বিরোধে সে সময় রাজনৈতিক মহল যথেষ্ট সরগরম হয়। পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সদস্যপদ পেয়ে মানস কংগ্রেস বিধায়কের পদে ইস্তফা দেন। এরপর শঙ্কর সিং কংগ্রেস বিধায়ক হয়েও তৃণমূল দলে যোগ দেন।

ব্যাগভর্তি বন্দুক উদ্ধার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি— শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ডাউন নামখানা লোকাল থেকে উদ্ধার হল ব্যাগভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র। ট্রেনের মহিলা কামরায় থাকা একটি ব্যাগে মোট ২২টি বন্দুক উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ট্রেনে রুটিন চেক আপ চলার সময় জিআরপি ও এডিএস কর্মীরা ব্যাগটি দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। জিআরপি অফিসে ব্যাগটি নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিটি বন্দুক অসম্পূর্ণ তৈরি। বিহারের মুঙ্গের থেকে অস্ত্রগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। কোনও মহিলাকে দিয়ে এই অস্ত্র পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলেও পুলিশ অনুমান করছে।

জিএসটি নিয়ে দুদিন ধরে আলোচনা

বিধানসভায় আসছে একাধিক বিল, দুটি অর্ডিন্যান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি– ৪ আগস্ট থেকে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু হচ্ছে। চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। জিএসটি নিয়ে দুদিন ধরে আলোচনা হবে। এই আলোচনায় শাসকদলের সদস্যদের মতো বিরোধীদলের সদস্যরাও বক্তব্য রাখবেন। বুধবার বিএ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিরোধী দলগুলি অবশ্য রাজ্যের বেশ কিছু ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে আগামী অধিবেশনে । তবে প্রথম দিন শোকপ্রস্তাবের মধ্যে দিয়েই বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাবে। বুধবার বিরোধী দলগুলির উপস্থিতিতে বিএ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সূত্রের খবর, জিএসটি নিয়ে দুদিন ধরে আলোচনা হবে আগামী অধিবেশনে। অবশ্য প্রথম দিনেই জিএসটি সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়টি পেশ করতে চাইছে সরকারপক্ষ। উল্লেখ্য আগামী বিধানসভার অধিবেশনে যে সমস্ত বিলগুলি আসছে সেগুলি হল ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেশন বিল, দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সিডিউলড কাস্ট অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল বিল, দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিডিউলড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইব অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন বিল ও সিডিউলড ট্রাইব আইডেনটিফিকেশন সংশোধনী বিল । এছাড়া দুটি অর্ডিন্যান্স আনা হবে। একটি হল দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্সেশন লজ সংশোধনী অর্ডিন্যান্স ২০১৭ নম্বর থ্রি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স ২০১৭ নম্বর টু । পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিল ছাড়াও একাধিক বিষয়ে বিল আসার কথা রয়েছে। আগামী ৯ তারিখে ফের বিএ কমিটির বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে অন্য সমস্ত বিলের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীরা যে সমস্ত ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইছে সেব্যাপারে পরিষদীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন,ইতিমধ্যেই বন্যাসহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে সময় খুব কম থাকায় স্পিকারই এব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবেন।

সনাতনের সাতদিনের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ২ আগস্ট– চারিদিকে বিক্ষোভ। যুবক যুবতী থেকে প্রৌঢ় সবাই একযোগে চিৎকার করে বলছেন, 'সনাতনের ফাঁসি চাই।' আদালতের করিডোরে পর্যন্ত ফাঁসির দাবি সংক্রান্ত প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদকারী। এরমধ্যেই জেলা আদালতে নিয়ে আসা হয় সূচবিদ্ধ করে শিশু হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সনাতন ঠাকুরকে। বুধবার বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে কার্যত কোর্ট চত্বর থেকে কর্ডন অফ করে তাকে প্রথমে মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হয়। পক্সো আইনের ছয় ধারায় অভিযোগ থাকায় সেখান থেকে জেলা আদালতের দোতলায় বিশেষ বিচারক সুযশা মুখার্জির এজলাসে তাকে তোলা হয়। একজন ইন্সপেক্টর সহ পাঁচজন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর সনাতনকে একেবারে আড়াল করে কার্যত ছুটে গাড়ি থেকে এজলাস পর্যন্ত নিয়ে যান। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা সাংবাদিকদের পর্যন্ত তার কাছে ঘেঁসতে দেওয়া হয়নি। এমনই বিশেষ বিচারকের এজলাসেও সাংবাদিক সহ কোনও সাধারণ মানুষের ঢোকা নিষেধ করে দেওয়া হয়। বিচারকের কাছে পুলিশের পক্ষ থেকে সনাতনকে দশদিনের জন্য হেফাজতে চাওয়া হলেও বিচারক সাতদিনের জন্য তা মঞ্জুর করেন। আগামী ৯ আগস্ট আবার সানাতনকে আদালতে তোলার আদেশ দেন তিনি। এদিন সনাতনের মুখ ঢেকে দেওয়া হয় কালো একটি থলিতে। তারমধ্যেই দুটো ফুটো দিয়ে সে কোনওমতে দেখছিল। সাংবাদিকদের দেখে সনাতন মুখ খোলার চেষ্টা করতেই পুলিশের এক কর্মকর্তা তার মুখে চেপে ধরেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তরপ্রদেশের পিপড়ি থেকে তাকে পুরুলিয়া আনার পথে আসানসোল স্টেশনে মুখ খুলে দেয় সনাতন। কয়েকজন সাংবাদিককে সামনে পেয়ে সে চিৎকার করে বলে যে সে নির্দোষ। মৃত শিশুরা মা মঙ্গলাকে সে বিয়ে করেছিল। এতেই ঈর্ষায় তার পুত্রবধূ ওই শিশুকে সূচ ফুটিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনায় পুলিশ মহলেই সরাসরি প্রশ্ন উঠে যায় এতো ধুরন্ধর আসামীকে মুখ খোলার সুযোগ কেন দেওয়া হল। পুরুলিয়া জেলা আদালতে এমন যেন আর না হয় তারজন্য প্রথম থেকেই সনাতনকে একেবারে চেপে ধরে রেখেছিল পুলিশ। এদিন আদালত চত্বরে জেলা পুলিশের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান সনাতন একসময় নিজে হোমগার্ড ছিল। আইন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা তার রয়েছে। সে ভালোভাবেই জানে যত বেশি লোককে সে খুনের ঘটনাটিতে জড়িয়ে দিতে পারবে মামলা হয়ে যাবে ততই জটিল। সে যে কতটা ধূরন্ধর তা বোঝা গেছে তাকে গ্রেফতার করার পর থেকেই। গত শনিবার উত্তরপ্রদেশের পিপড়িতে ধরা পড়ার পরই পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে যাবতীয় প্রচেষ্টা করে। সাধু বেশে থাকা সনাতন প্রথম নিজের পরিচয়টাই মানতে চায়নি। পরে সে বলে শিশুটির দিদিমার কাছে থাকার সময় যা কিছু হয়েছে। এরপর আসানসোলে সে আবার সাংবাদিকদের কাছে বলে দেয় সব ষড়যন্ত্র করেছে তার বৌমা। সনাতনের এমন কথা শুনে হতবাক তার গ্রাম নদিয়াড়ার মানুষজনও। তীব্র ঘৃণা নিয়ে তারা বলেন বাঁচার জন্য নিজের পরিবারের সবাইকে হত্যা করতে হলেও পিছোবে না এমন লোক। বাস্তবে আর সেই মেয়ের আসার পর থেকে পরিবারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখত না সে। শ্বশুরের এমন কথা শুনে বিস্মিত রিঙ্কি ঠাকুর নিজেও। এ প্রসঙ্গে তিনি শুধু বলেন, শয়তানের ছলের অভাব হয় না। নিজেকে বাঁচানোর জন্য যা ইচ্ছে বকছে তার শ্বশুর। কারণ ওই শিশুটিকে জোর করে তারাই পাঠিয়েছিলেন হাসপাতালে। যারজন্যই আজ সত্য সামনে এসে পড়েছে। তবে সনাতন যাই বলুক না কেন তাতে চিঁড়ে ভিজবে না বলে দাবি পুলিশের। মৃত শিশুর মা বেশ কয়েকদিন পুলিশি হেফাজতে থাকার সময়ই স্বীকার করেছিল যে সনাতনকে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যেত তার শিশু কন্যাটি। একেবারে শেষের দিন সে হঠাৎ করে প্রচণ্ড কান্নার শব্দ পায় নিজের কন্যার। দৌড়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে সে দেখে শিশুটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত বার হচ্ছে। তখন সনাতন তাকে শুধু বলে, 'বদ রক্তটা বার হয়ে গেল'। বাস্তবে সেদিনই শিশুটির স্ত্রীঅঙ্গের মধ্যে প্রায় চার ইঞ্চি একটা সূচ ঢুকিয়ে দিয়েছিল সনাতন। আপাতত একটা গোপন জায়গায় তাকে জেরা করা হবে। একা কখনও কখনও বা জেল হেফাজতে থাকা মৃত শিশুটির মা মঙ্গলার সঙ্গে বসিয়ে মুখোমুখি তাকে জেরা করা হবে। ঘটনার পুনর্নির্মাণও করতে পারে পুলিশ।

সন্দেশখালির ঘটনায় তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু

সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এডিজে দক্ষিণবঙ্গ সঞ্জয় সিং, ডিআইজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২ আগস্ট— সন্দেশখালিতে বৃদ্ধাকে গণধর্ষণের অভিযোগের ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বুধবার দুপুরে সন্দেশখালিতে এলেন এডিজে দক্ষিণবঙ্গ সঞ্জয় সিং, ডিআইজি তন্ময় রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার সি সুধাকর সহ পুলিশকর্তারা। সন্দেশখালিতে গিয়ে পুলিশকর্তারা ঘুরে দেখেন বিভিন্ন এলাকা। কথা বলেন মৃত নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। তাঁদের কাছ থেকে শোনেন সমস্ত ঘটনা। কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও। যেদিন বৃদ্ধা রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হন, সেদিন কারা তা দেখেছিলেন, যাদের নামে অভিযোগ ওঠে এলাকায়, তাদের প্রতি মানুষের মনোভাব কেমন ছিল, তারা কোনও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা, এই প্রশ্নসহ একাধিক প্রশ্ন মানুষকে করেন পুলিশকর্তারা। তদন্ত প্রক্রিয়া কী অবস্থায় আছে, কত দূর অগ্রগতি হল, তা খতিয়ে দেখতে তাঁরা যান সন্দেশখালি থানায়। কথা বলেন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি'র সঙ্গে। তদন্ত প্রক্রিয়া কোন পথে এগোবে, কীভাবে চলবে, তা নিয়ে নির্দেশও দেন পুলিশকর্তারা।

পুলিশি সূত্রে খবর, এই ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত রাজেশ্বর মাইতি ওরফে ভোলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রয়েছে সে। তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। পুলিশের হাতে থাকা বাকি নামের ব্যক্তিদের কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের তদন্তের স্বার্থে ডাকা হবে বলে খবর। তদন্ত প্রক্রিয়ার জন্য যে ব্যক্তিদের ডাকা হবে, তারা যদি না আসে, তবে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। কোনওভাবেই যেন তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনওরূপ ফাঁক না থাকে, তার দিকে কঠোরভাবে নজর রেখে কাজ করে চলেছেন তদন্তকারীরা। এলাকার বাসিন্দারা বৃদ্ধাকে গণধর্ষণ করে গোপনাঙ্গে লোহার রড, বোতল সহ ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করার পর মৃত্যুর ঘটনায় যারা জড়িত, দোষী, তাদের ফাঁসির দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। কোনওমতেই যেন তারা ছাড়া না পায়, তা পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের দেখার আবেদন জানিয়েছেন। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি অর্থাৎ ফাঁসি দেওয়ার আবেদন জানিয়ে তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যদি তা না হয়, তবে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। কোনওভাবে এই ঘটনা মানা যায় না।

প্রসঙ্গত, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজের হোটেল বন্ধ করে রাতে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। তাঁকে ধরে মুখ বেঁধে বাড়ি থেকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এখানেই নিস্তার পাননি নির্যাতিতা। তাঁর গোপনাঙ্গে লোহার রড, বোতল, ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে তারা মৃত ভেবে গায়ের উপর বটগাছ ফেলে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন তিনি। যদিও ২২ দিনের মাথায় মৃত্যুর কাছে হার মানেন তিনি। সন্দেশখালির এই ঘটনায় দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের স্মৃতিকে উসকে দিল ফের একবার।

ডেঙ্গু দমনে একজোট ১১ পুরসভা, এলইডিতে দেখানো হবে সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি— মশা মারতে কামান নয়, হাতিয়ার প্রচার। বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে জেঙ্গুর দাপটও। সাধারণ মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করতে দশ মিনিটের তথ্যচিত্র দেখানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভা। এলইডি স্ক্রিন লাগানো তিনটি গাড়ি সন্ধ্যে ৫টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ঘুরবে বিভিন্ন ওয়ার্ড। ডেঙ্গি সম্বন্ধে সচেনতা আনতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ।

মরশুমের শুরুতেই জমা জলে মশার উপদ্রব শুরু। কলকাতা পুরসভা সচেতন হাতে বিষয়টি মোকাবিলার চেষ্টাও করছে। কিন্তু আশেপাশের পুরসভাগুলিতে ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু আতঙ্ক। দক্ষিণ দমদম পুরসভার বেশকিছু জায়গায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের পরিমাণ বাড়ছে। সেই পুরসভাগুলির লাগোয়া এলাকাতেও ডেঙ্গুর মশা ছড়ানোর সম্ভাবনা। উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পুরো বিষয়টিতে কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, প্রায় ১১টি পুরসভা যৌথভাবে প্রচার চালাবে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে। প্রয়োজনে কলকাতা পুরসভার কর্মীরা অন্যান্য পুরসভার সহায়তাও করবে বলে জানান তিনি।

বুধবার মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ জানান, ডেঙ্গুর জন্য বছরভর অভিযান চালাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। বাতাসে ৫০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা আর তাপমাত্রা একটু বেশি হলেই ডেঙ্গু মশার উপদ্রব ঘটতে পারে বলে জানান অতীন। তিনি আরও বলেন, এলইডিতে দেখানো তথ্যচিত্রে ডেঙ্গু সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য দেখানো হবে। তিনটি এলইডি লাগানো গাড়ি ১৪৪টি ওয়ার্ডেই ঘুরবে বলে জানান তিনি। এমনকি অতীন ঘোষ নিজেও প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে 'ডেঙ্গু অভিযান' চালাবেন বলে জানান।

অন্যদিকে 'চালাক' হচ্ছে মশারাও। বদলে ফেলছে আস্তানার ধরনধারণ। কলকাতা পুরসভার পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাস জানান, আগে মশারা চৌবাচ্চা বা পড়ে থাকা জঞ্জালে ডিম পাড়ত মশারা। কিন্তু এখন গাছের গর্তে বা অল্পবিস্তর জমা জলে বাসা বাঁধছে মশা। অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে মশারাও যে নিজেদের কৌশল বদলে নিয়েছে, এমনটাই দাবি দেবাশিষ বিশ্বাসের। তিনি আরও বলেন, স্ত্রী মশারা ইথাইল অ্যালকোহল বেশি পছন্দ করে। ঘাস হলে বা সুগন্ধী ছড়ালে 'মশা হামলা' বেশি হবে বলেও জানান দেবাশিসবাবু। শুধু তাই নয়, O ব্লাডগ্রুপ মশাদের বেশি পছন্দ, সেই তুলনায় A ব্লাডগ্রুপের মানুষদের কিছুটা বাঁচোয়া বলেও জানান তিনি। লম্বা স্বাস্থ্যবান মদ্যপায়ী ব্যক্তিদের সতর্কবার্তাও দেন এই পতঙ্গবিদ। এমনকি গাঢ় রঙের পোশাকও পড়ে থাকলে বেশি মশা কামড়ায় বলেও জানান তিনি।

ডেঙ্গু রোধে পুরসভার বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ২ আগস্ট— ডেঙ্গু রোধে ব্যর্থ দক্ষিণ দমদম পুরসভা। পুর কর্তৃপক্ষের উনাসীনতাই পুর এলাকায় বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। এই অভিযোগ তুলে বুধবার দুপুরে মিছিল করল কংগ্রেস। দমদম স্টেশন থেকে দক্ষিণ দমদম পুরসভা পর্যন্ত হাতে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, মশারি নিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা। মিছিলে সামিল হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস (শহর) সভাপতি তাপস মজুমদার, কংগ্রেস নেতা ধনঞ্জয় মৈত্র প্রমুখ। কংগ্রেসের অভিযোগ পুর কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে পুর এলাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। পুরসভার ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে যার সংখ্যা সবথেকে বেশি। কি করে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা যায় সে দিকে নজর না দিয়ে উল্টে ডেঙ্গু আক্রান্তদের অন্য রোগ বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। মিছিল শেষে পুরপ্রধান পাঁচু রায়ের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেয় কংগ্রেস। তাপস মজুমদার বলেন, ডেঙ্গ প্রতিরোধে গত তিন মাস ধরে পুরসভা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে লোক দেখানো প্রচার করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ডেঙ্গু প্রতিরোধে ন্যূনতম যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেদিকে কোনও নজর নেই পুরসভার। এর পাশাপাশি অত্যাধিক হারে পুরকর বৃদ্ধি করা হয়েছে। অবিলম্বে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করার জন্য পুরসভার নজরে আনা হয়েছে। পুরসবা কোনও ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।

এবার স্বাস্থ্যভবন চত্বরেই মিলল বিভিন্ন প্রজাতির মশার লার্ভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২ আগস্ট– রাজ্য সরকারের চিঠি পাওয়ার পর থেকেই বিধাননগর পুরনিগম মশা দমনে সচেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গেল বুধবার পুরনিগমের স্বাস্থ্য দফতরের নেতৃত্বে এক অভিযানে। পুরনিগম সূত্রে খবর, এদিন বেশ কয়েকজনের একটি দল আচমকাই সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবন চত্বরে হানা দেয় এবং সেখান থেকেই এডিসি সহ বিভিন্ন প্রজাতির মশার লার্ভা পাওয়া গেছে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, ডেঙ্গি প্রতিরোধ নিয়ে পুরনিগমকে সচেতনামূলক ভূমিকা পালন করা নিয়ে বর্ষার আগেই চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেই মোতাবেক পুরনিগমের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেই নানা সময় পুরনিগমের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে সাফাই অভিযান চালানো হয়। এই অভিযান চালাকালীন কোনও সময় কেন্দ্রীয় পরীক্ষা কেন্দ্র আবার কোনও সময় ময়ূখ ভবন ও বিধাননগর কলেজ চত্বরে বিপজ্জনক মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছিল। এবার সেই রকমই মশার লার্ভা পাওয়া গেল স্বাস্থ্য ভবনে। স্বাস্থ্য ভবন ও পুরনিগম সূত্রে খবর, স্বাস্থ্য ভবনের পিছনদিকের অপরিচ্ছন্ন এলাকা থেকেই বিভিন্ন প্রজাতির মশার লার্ভা পাওয়া গেছে। সেগুলি বিপজ্জনক কিনা তাও পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, এদিন সাফাই অভিযান চালানোর সময় পুরনিগমের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজনের একটি দল দু'ভাগ হয়ে যায়। একটি দল মশার লার্ভা সংগ্রহের কাজে নামে আরেকটি দল অপরিচ্ছন্ন অঞ্চল থেকে যাতে কোনও রকম বিপদ ছড়াতে না পাড়ে সেজন্য মশার তেল, ধোঁয়া ছড়ায় বলে পুরনিগম সূত্রে খবর। যদিও এদিনে পুরনিগমের আচমকা স্বাস্থ্য ভবন চত্বরে এই অভিযান নিয়ে নানা মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়। তবে পুর নিগম সূত্রে খবর, নিয়মমাফিক এই অভিযান চালানো হচ্ছে পুরনিগমের ৪১টি ওয়ার্ডেই। এদিন সকালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ডেঙ্গুসহ একাধিক মশাবাহিত রোগে গত দু'বছর ধরেই সমালোচনার মুখে পড়েছিল পুরনিগম। তাই এবার এ বিষয় নিয়ে নাগরিক সহ বিভিন্ন সরকারি ভবনের কর্মীদের সচেতন করতে নানা রকম ভূমিকা পালন করে চলেছে পুরনিগম। এর সঙ্গে সঙ্গে পুরনিগমের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকেও সাফাই ও মশার লার্ভা সংগ্রহের অভিযানে নামা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জায়গা থেকে ডেঙ্গু রোগবহনকারী মশার লার্ভাসহ একাধিক মশাবাহিত রোগের লার্ভা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিনও যার ব্যতিক্রম হয়নি বলে পুরনিগম সূত্রে খবর। এ বিষয় নিয়ে মেয়র সব্যসাচী দত্ত জানান, বৃষ্টির ফলে এই অভিযান বাধা পেলেও বুধবার আকাশ পরিষ্কার থাকায় অভিযান চালানো হয় নিয়মমাফিক। প্রসঙ্গত, এদিন স্বাস্থ্য ভবন ও পুরনিগমের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তিকেই অভিযান চালানোর সময় দেখতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরে ফরেনসিক দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ আগস্ট— সোমবার সকালে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিষ্ণুপুরের পৈলানে দোতলা বাড়ির অ্যাসবেস্টসের ছাদ বিস্ফোরণে উড়ে যাবার ঘটনার তদন্তে বুধবার দুপুরে ফরেনসিক বিভাগের চার প্রতিনিধি এবং বিষ্ণুপুর থানার আধিকারিক সহ পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার দিন বিস্ফোরণস্থলের কিছু নমুনা সংগ্রহ হলেও বুধবার আবারও নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেনসিক প্রতিনিধিরা। এদিন প্রতিনিধি দল দোতলা বাড়ির ঘরটি ছাড়াও, বিস্ফোরণের জেরে আস-পাশের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি দেখেন এবং স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলেন।

ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত, ২ আগস্ট— এক ছাত্রীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে বারসত থানার নবপল্লী এলাকায়। মৃতার নাম কৌশিকী দে (১৪)। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই ছাত্রীর বাবা অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য রয়েছেন অন্যরাজ্যে। ছাত্রীর দেখাশোনার জন্য থাকতেন এক পরিচারিকা। মঙ্গলবার হঠাৎই উদ্ধার হয় ছাত্রীর দেহ। পরিচারিকা কৌশিকীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SHIBPUR
Howrah – 711 103
(An Institute of National Importance under MHRD, Govt. of India)

Advt. No. ME 1274
Date: 01.08.2017

A walk in interview will be held on 18.08.2017 for ONE SRF (Mechanical Engg.) for BRNS (Govt. of India) Project. Please visit the website: **http://www.iiests.ac.in** (W. Code DRC-018/17-18) under "Employment" for details.

Dean (R&D)

পুরসভা নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থী নয়, মন্তব্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি– শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের চাপে বিজেপির দু'জন মুসলিম প্রার্থী পাঁশকুড়া পুরসভায় দাঁড়িয়েও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এজন্য আগামী পুরসভা নির্বাচনে রাজ্যের কোথাও মুসলিমদের প্রার্থী করবে না বলে জানালেন দলের সংখ্যালঘু মোর্চা সভাপতি আলি হোসেন। পাঁশকুড়ার ১৮টি ওয়ার্ড ছাড়াও দুর্গাপুরে ৪৩টি ওয়ার্ড, জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির ১৬টি ওয়ার্ড, দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে ১৪টি ওয়ার্ড, পূর্ব মেদিনীপুরে ২৯টি ওয়ার্ডে পুর নির্বাচন হবে। এছাড়া নলহাটির ১৬টি ওয়ার্ড ও কুপার্স ক্যাম্প নোটিফায়েড এরিয়ার ১২টি ওয়ার্ডেও নির্বাচন হবে। এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানা গিয়েছে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সংখ্যালঘু মোর্চার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে। দিলীপ ঘোষ বলেন, মানুষ বুঝতে পারবে আমরা তৃণমূলের মতো তোষণের রাজনীতি করি না।

বিএলআরওকে মারধরের অভিযোগে তিন তৃণমূল কর্মীর জেল হেফাজত

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২ আগস্ট– বলাগড়ের বিএরআরও জয়ন্ত দত্তকে মারধরের অভিযোগে তিন তৃণমূল কর্মীর ১৪ দিনের জেল হেফাজত হল। প্রসঙ্গত জানা গেছে, গত সোমবার এলাকার সাধারণ মানুষ বলাগড়ের বিএলআরও অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের অভিযোগ বলাগড়ের বিএলআরও সরকারি চেয়ারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের হয়েও অবৈধ বালি মাফিয়া এবং জমি জালিয়াত দালাল চক্রের নির্দেশ মতো কাজ করছেন। এমনকি অন্যান্য কোনও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গেও কোনও আলোচনা করছেন না। আর গঙ্গা থেকে অবৈধ বালি তোলার ফলে গঙ্গায় তলিয়ে যেতে বসেছে বলাগড় ব্লকের বহু গ্রাম। এরই প্রতিবাদে সোমবার বলাগড় ব্লকের সাধারণ মানুষ বলাগড়ের বিএলআরও এর কাছে গিয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দেয়। পরের শাসক দলের বলাগড় ব্লক নেতৃত্ব সেখানে গিয়ে বিএলআরও সাহেবের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অভিযোগ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। যদিও বলাগড়ের বিএলআরও জয়ন্ত দত্ত সেদিন রাতেই বলাগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলাগড় ব্লকের সাধারণ মানুষ ও শাসক দলের কয়েকজন নেতৃত্বের সঙ্গে সেইসময় তার বচসা বাঁধে। এই বচসা চলাকালীন তাকে মারধর করা হয় বলেও তিনি অভিযোগ জানান। বিএলআরও জয়ন্ত দাসের অভিযোগের ভিত্তিতেই বলাগড় থানার পুলিশ স্থানীয় তিন তৃণমূল কর্মী শেখ আকবর আলি, বিকাশ কর্মকার এবং গৌতম দত্তকে গ্রেফতার করে। এদিন ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

কর্পোরেশন সংযুক্তির বিল আনছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি – রাজ্য সরকার আগেই হেঁটেছিল দফতর সংযুক্তিকরণের পথে। এবার বিভিন্ন করপোরেশন সংযুক্ত করতে বিল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ১৯৭৬ সাল থেকে চালু ছিল সিডিউল ক্লাস অ্যান্ড সিডিউল ট্রাইবস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স করপোরেশন। এছাড়া অনুরূপ আরও একটি করপোরেশন চালু ছিল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য। কিন্তু এবার এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা হল দুটি করপোরেশনকে। সেজন্য আগামী ৯ তারিখ আনা হচ্ছে একটি বিল। এই বিল বিধানসভায় পাশ করা হয়ে গেলে নতুন সংস্থাটি থাকবে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিডিউল ক্লাস, সিডিউল ট্রাইবস অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স করপোরেশন নামে। এই করপোরেশন -এর একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, একজন জেনারেল ম্যানেজার একজন চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। শুধুমাত্র কাজের সুবিধের জন্যই নয়, একাধিক দফতরকে সংযুক্ত করে আর্থিক ব্যয়সংকোচও করতে চাইল রাজ্য সরকার।

আত্মঘাতী আইটি কর্মীর প্রেমিকার বাবা গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২ আগস্ট— প্রেমে বাধা দিতেন মেয়ের বাবা। শুধু তাই নয়, মেয়ের সাতে না মেশার জন্যও হুমকি দিতেন। আর এই ঘটনার পরই আত্মঘাতী হন নিউটাউনের বাসিন্দা আইটি কর্মী নির্মল অধিকারী। সেই ঘটনাতেই ছেলের প্রেমিকার বাবার বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয় নিউটাউন থানায়। বুধবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রেমিকার বাবা বিজয় কৃষ্ণ সামন্তকে গ্রেফতার করে নিউটাউন থানার পুলিশ। বর্ধমান থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে প্রকাশ। অন্যদিকে, মঙ্গলবার আত্মঘাতী হওয়া আইটি কর্মী সীমান্ত পালের সহকর্মীদের দাবি, পুলিশের অনুমানই সঠিক। প্রেমে আঘাত পেয়েই সীমান্ত আত্মঘাতী হয়েছেন। প্রকাশ, একই সংস্থা কর্মরত এক মহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সীমান্তর। কিন্তু কয়েকমাস আগেই সেই সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। এরপর মহিলা ফেসবুকে সীমান্তকে ব্লক করার পাশাপাশি সমস্তরকম সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আর এই অবসাদ থেকে সীমান্ত আত্মঘাতী হয়েছেন বলে তদন্ত কারীদের সন্দেহ।

লালগড়ে কিষাণ বাজার চালুর উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২ আগস্ট— লালগড়ের কিষাণ বাজার খোলার উদ্যোগ নিল ব্লক প্রশাসন। বিনপুর ১ নম্বর ব্লকের লালগড়ের ধরমপুর অঞ্চলের শাঁখাকুল্যা এলাকায় কিষাণ মান্ডি বাজার খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন। কয়েক দফা এলাকা পরিদর্শন করেও গেছে ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় বিধায়কদের প্রতিনিধি দল। জানা গিয়েছে, খুব শিগ্রই যাতে কৃষকরা বসতে পারে তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে বাজার খোলার আগে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পরেই নিয়ম অনুযায়ী আবেদনপত্র জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। তারপর নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে স্টলগুলি ব্যবসায়ীদের দেওয়া হবে। স্থায়ী ব্যবসার পাশাপাশি যাতে সপ্তাহে একদিন করে হাট বসানো যায় সে দিকটাও দেখছে প্রশাসন। বুধবার বিনপুরের এক নম্বর ব্লকের বিডিও জ্যোতিন্দ্রনাথ বৈরাগী সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করার পর শাঁখাকুল্যা এলাকার কিষাণ বাজার পরিদর্শন করেন। জানা গিয়েছে, লালগড়ের ওই কিষাণ বাজারে ২২টি স্টল রয়েছে। উল্লেখ্য, বেলপাহাড়ি এলাকার কিষাণ বাজার রমরমিয়ে চলছে। কয়েক মাস আগে শুরু হওয়া সেই বাজারে মাছ, মাংস, সবজি সহ নানা ধরনের জিনিসপত্র কেনাবেচা চলছে। তবে বেলপাহাড়ির বাজারটি রমরমিয়ে চললেও ঝাড়গ্রামেরটি শহর থেকে দূরে হওয়ায় কোন ব্যবসায়ী আসতে রাজি হয়নি। জোর করে কৃষকদের আনার চেষ্টাও করা হয়েছে।

INDUSTRIAL & PRUDENTIAL INVESTMENT CO. LTD.
CIN: L65990WB1913PLC218486
Registered Office: Paharpur House, 8/1/B Diamond Harbour Road, Kolkata 700027
Tel. No. 033-40133000; Email: indpru@vsnl.net, Website: www.industrialprudential.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30 , 2017

(Rs. in lakhs)

Sl No.	Particulars	Standalone 3 months ended 30.06.2017 (Unaudited)	Preceeding 3 months ended 31.03.2017 (Audited)	Corresponding 3 months ended 30.06.2016 (Unaudited)	Previous Year ended 31.03.2017 (Audited)
1	Total income from operations	470.59	36.61	466.46	808.17
2	Net Profit/(Loss) for the period/year (before tax,exceptional and/or Extraordinary items).	453.34	17.58	439.78	726.40
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items).	453.34	17.58	439.78	726.40
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items).	443.34	29.58	439.78	695.40
5	Equity Share Capital	174.53	174.53	58.18	174.53
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	-	-	-	2849.85
7	Earnings Per Share of Rs.10/- each (for continuing and discontinued operations)				
	Basic:	25.40	1.69	25.20	39.84
	Diluted:	25.40	1.69	25.20	39.84

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with BSE Ltd. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.The full format of the quarterly financial results are available on the BSE Ltd's website:http://listing.bseindia.com and on the company's website: www.industrialprudential.com
2. Previous year/period figures have been regrouped/recast, wherever necessary, to make them comparable.

For Industrial And Prudential Investment Company Limited

Place: Kolkata
Date: 1st August, 2017

Gaurav Swarup
Managing Director

SMC 08/2017